

MARKING SCHEME

2024 – 2025
SUBJECT – BENGALI (105)
(বাংলা)
CLASS XII

Time: 3 Hrs.

Maximum Marks: 80

Marking Scheme

Code No. 105

- This question paper contains **18** printed pages.

The Question Paper consists of **2 Parts** and **4 Sections**.

Note: In the MS few questions are marked as CBQ that means those are Competency Based Questions.

Marking Scheme
Class - XII (2024 - 25)
Subject – Bengali (105)

সময়- ৩ঘন্টা
Time: 3 Hrs.

সর্বমোট অঙ্ক - ৮০
Maximum Marks: 80

PART- A: Objective Type Questions(MCQ)			
Section	Question No.	Expected Answers / Value Points	Distribution of Marks
A (Unseen Comprehension)	1.	বোধ পরীক্ষণ থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন(MCQ) প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য 1 নম্বর	2X(1x5)=10
	A. I.	C. যন্ত্র -মানুষের খিচুড়ি	
	II.	A. মানুষ হওয়ার	
	CBQ III.	A. কারণ (ক) ঠিক, (খ) ভুল	
	IV.	B. মানুষের মধ্যে যান্ত্রিকতার আবেশ ঘটানো	
	CBQ V.	C. আয়ু	
	B. I.	C. হাত – পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যেত	
	II.	D. পরীক্ষার সময় মাস্টারমশাইদের গার্ড হয়ে ঘুরে বেড়ানো	
	III.	B. চেয়ারে বসে মাস্টারমশাইদের ‘নো হামিং, নো হামিং’ বলে ডাক দেওয়ার কথা	
	CBQ	A. কারণ (ক) ঠিক, (খ) ভুল	
	IV.	B. কারণ (ক) ভুল, (খ) ঠিক (Option B is more appropriate)	
	CBQV.	C. বাহির	

B(Grammar)	2.	বাগধারা/ প্রবাদ থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন (MCQ)	1x5=5
	I	B. তাসের ঘর	
	II	D. অপাত্রে দান করা	
	III	A. গড়লিকা প্রবাহ	
	CBQ IV.	B. স্বপন সেদিন অত ভালো মাইনের চাকরিটা অবহেলা করে ছেড়ে দিল আর তারপরে তেমন ভালো চাকরি না পেয়ে এখন বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে-একেই বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ।	
	V.	A. খুব টানাটানির সংসার	
	VI.	C. অবহেলিত শেষ সম্বল	
	VII.	D. দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ	
	VIII.	C. কেঁচে গগুশ	
C (Main Course Book)	3.	নাটক থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন (MCQ)	1x5=5
	I.	C. ‘সাজাহান’ নাটকের একটি চরিত্র	
	CBQ II.	B. কারণ (ক)ভুল, (খ) ঠিক	
	III.	D. কড়া দেশী মদ	
	IV.	B. ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’	
	CBQ V.	A. অনেকক্ষণ আগেই অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল	
	VI.	C. কপটতার দিক	
	4.	সহায়ক পাঠ থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন	1x5=5
	I.	C. কুমিরের দাঁত	
	CBQ II.	B. কারণ(ক)ভুল কিন্তু (খ) সঠিক	

	III.	C. বাংলা	
	CBQ IV.	A. ছোটো ভাইটা জল ধরে রাখতে পারে নি	
	V.	D. সাহেবগঞ্জে	
	VI.	A. চুরি করা মহাপাপ	
		PART-B(Descriptive Questions)	
	5.	<p>ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্রগুলির যে কোনো একটির একটি উদাহরণ সহ সংজ্ঞা:</p> <p>অপিনিহিতি অথবা অভিশ্রুতি অথবা স্বরভক্তি</p> <p>●শুধু সংজ্ঞাটিকে ঠিকভাবে লিখলে 2 নম্বর</p> <p>●উৎস শব্দটিকে পাশে রেখে উদাহরণ দিলে অর্থাৎ উচ্চারণ পরিবর্তনের স্থর নির্দেশের চেষ্টা করলে</p> <p>1 নম্বর। যেমন : অপিনিহিতি - ‘দেখিয়া’ > ‘দেইখ্যা’</p> <p>অথবা</p> <p>অভিশ্রুতি-‘দেখিয়া’ > ‘দেইখ্যা’ > ‘দেখে’</p> <p>অথবা</p> <p>স্বরভক্তি- ‘শক্তি’ > ‘শকতি’ (1)</p> <p>●সঠিক বর্ণ বিশ্লেষণ সহ সংশ্লিষ্ট রীতি প্রভাবিত শব্দটির উল্লেখ করলে 1 (0.5+0.5) নম্বর। যেমন: অপিনিহিতি- ‘দেইখ্যা’</p> <p>দেখিয়া>দেইখ্যা -দ+এ+থ+ই+য়+আ> দ+এ+ই+ থ+য়+আ (থ, ই > ই, থ)</p> <p>অথবা</p> <p>অভিশ্রুতি- ‘দেখে’</p> <p>‘দেইখ্যা’ > ‘দেখে’ -> দ+এ+ই+থ+য়+আ > দ+এ+থ+এ (আ +ই >এ)</p> <p>অথবা</p>	2+2=4

		<p>স্বরভুক্তি- ‘শক্তি’</p> <p>শক্তি>শক্তি -শ্+অ+ক্+ত্+ই> শ্+অ+ক্+অ+ত্+ই (ক্,ত্-এর মাঝে ‘অ’-এর আগম) (0.5+0.5=1)</p>	
--	--	--	--

	6.	<p>শব্দার্থতত্ত্বের প্রকারভেদগুলির যে কোনো একটির তিনটি উদাহরণসহ সংজ্ঞা: শব্দার্থের উৎকর্ষ অথবা শব্দার্থের সংকোচন</p> <ul style="list-style-type: none"> ● শুধু সংজ্ঞাটিকে ঠিকভাবে লিখলে 2 নম্বর ● শব্দের মূল অর্থ ও পরিবর্তিত অর্থ উল্লেখ করে একটি উদাহরণের জন্য 1 নম্বর <p>যেমন : সংজ্ঞা:শব্দার্থের উৎকর্ষ- ‘মার্জনা’- মূল অর্থ - পরিষ্কার করা পরিবর্তিত অর্থ - ক্ষমা - এখানে শব্দার্থের উৎকর্ষ হয়েছে অথবা শব্দার্থের সংকোচন-‘অন্ন’ - মূল অর্থ -যে কোনো খাদ্য, পরিবর্তিত অর্থ -ভাত- এখানে শব্দার্থের সংকোচন হয়েছে বাকি দুটি উদাহরণের ক্ষেত্রে অর্থ লেখার প্রয়োজন নেই, প্রতিটি উদাহরণের জন্য 0.5+0.5 নম্বর। যেমন -শব্দার্থের উৎকর্ষ-‘বিধি’, ‘হরিণ’ অথবা শব্দার্থের সংকোচন-‘পঞ্চজ’, ‘অসুখ’ (0.5+0.5=1)</p>		2+2=4
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	7.	<p>গদ্য থেকে উদ্ধৃতি ভিত্তিক প্রশ্ন: “বচসা বেড়ে গেল।”- উত্তর সংকেত: a.● পৌষ মাসের অকাল দুর্যোগে এক খুথুড়ে বৃদ্ধা ভিখারিনিকে মৃত ভেবে রাঢ়বঙ্গের এক বাজারে উপস্থিত কয়েকজন হিন্দু গ্রামবাসী চোকিদারের পরামর্শে তাঁকে বাঁশের মাচায় করে নিয়ে গিয়ে নদীর চরায় ফেলে আসে। ● আবার সেদিনই বিকেলে দেখা যায়, একদল মুসলমান মাথায় টুপি প’রে সেই মাচাতে করেই বুড়িকে নিয়ে আসছে। বুড়ির অধিকার নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত বাধে; আর সেই প্রসঙ্গেই এই উক্তি।</p>		2+3=5

CBQ b.● বাজারের হিন্দুদের ক্রুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে মুসলমান শববাহকরা বলে , বুড়ি মুসলমান। তার সপক্ষে মোল্লাসাহেব বলেন, সকালে মুমূর্ষু বুড়িকে তিনি কলমা পড়তে স্পষ্ট শুনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের প্রতিনিধিস্বরূপ ভটচাজমশাই বলেন তিনি বুড়িকে ‘শ্রীহরি শ্রীহরি’ বলতে শুনেছেন

● নকড়ি নাপিত বুড়িকে ‘হরিবোল’ বলতে শোনে, যার বিরোধিতা করে ফজলু শেখ বলে, বুড়ি ‘লাইলাহা ইল্লাল্লা’ বলছিল।

● একসময়ের দাগি ডাকাত নিবারণ বাগদি চিংকার করে ফজলু শেখকে ‘মিথ্যাবাদী’ বললে একসময়ের লার্ঠিয়াল করিম ফরাজি হুস্কার দিয়ে বলে ‘খবরদার’,- এভাবেই বুড়ির মৃতদেহ সংকার করা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান –এই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় ।

OR

“নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।”-

উত্তর সংকেত:

a. ●মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী নিখিলকে যখন বলে যে, ফুটপাথের লোকগুলোর জন্য সত্যিই কিছু করা যায় কি না এবং সেই চিন্তাতেই মৃত্যুঞ্জয় পাগল হয়ে যাচ্ছে, তাঁর মনে এই ধারণা জন্মেছে যে , সবকিছু দান করলেও কিছুই যেন ভাল করতে পারবেন না

● তাই এক চরম হতাশা যেন গ্রাস করেছে মৃত্যুঞ্জয়কে আর সেই কারণেই তিনি দিন দিন মুশড়ে যাচ্ছেন

CBQ b.● নিখিলের নিজেকে ছোট মনে হয়। মৃত্যুঞ্জয় যেখানে ফুটপাথের মানুষগুলোর জন্য অতটা চিন্তিত এবং তাঁর যে আত্মত্যাগ সেখানে নিখিল তো তেমন কিছুই করছে না

● বন্ধুর করুণ অবস্থার কথা ভেবে সাময়িক হলেও তার লজ্জা লাগে নিজের এই উদাসীন মনোভাবের জন্য

● নিখিল নিজে এক চরম অসহায়তাবোধে ভুগতে থাকে আর এইসবেরই মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় তার মুখ কালি হয়ে

2+3=5

		যায়।		
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	CBQ 8.	<p>“ওরা হেসে উঠল-।”-‘ওরা’ হেসে উঠল কেন?</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● বাজারে চায়ের দোকানের মধ্যে কোনো একজন কৌতূহলবশত বুড়ি কোথা থেকে এসেছে তা জানতে চেয়েছিল। এই সাধারণ-নিরীহ প্রশ্নে বুড়ি খুব মেজাজ দেখিয়েছিল। ● গজগজ করতে করতে বুড়ি পাঁচটা প্রশ্ন করেছিল, তাতে তাদের কী এসে যায়! বুড়ির এই অস্বাভাবিক আচরণে সবাই হেসে উঠেছিল। 		2
	CBQ 9.	<p>‘দেহে ক্ষমতা ছিল না’- দেহের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে উদ্ভিষ্ট ব্যক্তির কাঠ কাটার প্রয়োজন পড়েছিল কেন?</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● কলকাতায় বড়লোকের বাড়ির কর্তা মৃত্যুশয্যায় - তান্ত্রিক হোমযজ্ঞ করবেন - বাসিনী সেই যজ্ঞের কাঠকাটার জন্য উচ্ছবকে নিয়োগ করেছে। ● সর্বহারা অভুক্ত উচ্ছবের পেটে তখন ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। ● দুমুঠো ভাত পাবার তীর আকাঙ্ক্ষায় অবসন্ন ক্লান্ত উচ্ছব তাই ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করেই সমান মাপের হোমের কাঠ কেটে চলেছে। <p style="text-align: center;">OR</p> <p>CBQ ‘ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা’-এই উক্তির মাধ্যমে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন বলে তুমি মনে করো?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● মৃত্যুঞ্জয়ের মতে ব্যক্তিগত প্রয়োজন তুচ্ছ/অগ্রাহ্য করে মন্বন্তরক্লিষ্ট মানুষদের পাশে দাঁড়ানো তার অবশ্য কর্তব্য। <ul style="list-style-type: none"> ● কিন্তু নিখিল ব্যক্তিগত বাহ্যিক বর্জন করে অবশিষ্ট অংশের দ্বারা মানবসেবায় বিশ্বাসী। ● পশুরা যেমন আগে তার খাদ্য ভক্ষণ করে 		3

		ভুক্তাবশেষ ত্যাগ করে চলে যায়, তেমনি আগে নিজের অল্পসংস্থান করে তারপর মানবসেবাও প্রকারান্তরে তাই নিখিলের এই ভাবনা মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা তথা পাশবিকতা।		
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	CBQ 10.	<p>কবিতা থেকে প্রসঙ্গ সহ ব্যাখ্যা:</p> <p>“সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতো।”</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <p>● উৎস- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রূপনারানের কূলে’ কবিতা</p> <p>● প্রসঙ্গ-জীবন-নদীর তীরে পৌঁছে রূপময় মর্ত্য- পৃথিবীর টানে কবি জেগে উঠেছেন । কবির মর্ত্যপ্রীতির এই যে প্রকাশ ঘটেছে সেই প্রসঙ্গে</p> <p>ব্যাখ্যা:</p> <p>● প্রাপ্ত কবি বুঝেছেন, জগৎ স্বপ্ন নয়, বাস্তবের ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই জীবন জেগে ওঠে</p> <p>● জীবনের সঙ্গে মানুষের এই পরিচয়ই ‘সত্য’ পরিচয় আর সেই পথই জীবনের ‘সত্য’কে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়</p> <p>● সত্যকে পাওয়ার যে কঠিন সাধনা তা জীবনকে চিনতে পারার কঠিন প্রয়াস। জীবনের কাছে সত্যের যে দাবি তা সম্পূর্ণ করাই হল ‘মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে’ দেওয়া ।</p> <p>OR</p> <p>“শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ থায়”</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <p>● উৎস- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি দেখি’ কবিতা</p> <p>● প্রসঙ্গ-নগরায়নের ফলে শহরে সবুজের সংকট - একথা বোঝাতে</p> <p>ব্যাখ্যা: ● নগরায়নের ফলে শহরে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে</p>		5x1=5

		<ul style="list-style-type: none"> ● নগরসভ্যতার বিকাশের অর্থ কংক্রিটের জঙ্গলে সবুজকে বিদায় জানানো ● নাগরিক আড়ম্বর ও বিলাসের কারণে সবুজের বিদায় ঘটে 		
	CBQ 11.	<p>“চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়”- কবির একথা বলার কারণ:</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● পৃথিবীর মানুষের সল্লিখ্য কবিকে কল্পনা থেকে বাস্তবে নিয়ে আসে। তিনি বুঝতে পারেন আঘাত-দুঃখ –সবকিছুর মধ্য দিয়ে ‘সত্য’কে উপলব্ধি করাই জীবন ● নানান সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে সভ্যতার বিকাশ, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের যে টানাপোড়েন, রক্তক্ষরণ কবি তাকেই ‘সত্য’ বলে উপলব্ধি করেছেন ● সেই ‘সত্য’কে উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কল্পনা থেকে বাস্তবের কাছে আসা; যা এই জগতের মানুষই এনে দিয়েছে কবির জীবনে এবং কবি চিনতে পেরেছেন নিজের স্বরূপকে <p style="text-align: center;">OR</p> <p>CBQ “কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া কেন তবে আঁকাআঁকি ?”- এখানে কবির কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে ?</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● কবি মৃদুল দাশগুপ্ত চারপাশের ঘটনাপ্রবাহকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন ও তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া, আর প্রায়ই তার সঙ্গে মিশে যায় ঘৃণা, ক্রোধ- যার উৎস মানুষের প্রতি ভালবাসা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, মূল্যবোধ ● মানুষের অধিকার বিপন্ন হলে, অন্যায় হতে দেখলে 		3

		<p>কবিতার মাধ্যমে নিজের বিবেককে জাগিয়ে রাখতে চান কবি</p> <p>●চারপাশে ঘটে যাওয়া নারকীয় অত্যাচার, অন্যায়-অকাল মৃত্যু কবির দেশমাতাকে করে তোলে ‘ক্রন্দনরতা জননী’-যাঁর পাশে দাঁড়াতে চান কবি।- এই পাশে দাঁড়ানো আসলে সেই দায়বদ্ধতা যা একজন কবি, শিল্পীর কাছে প্রত্যাশিত</p>		
12.		<p>আন্তর্জাতিক কবিতা থেকে প্রশ্ন:</p> <p>“এত যে শুনি বাইজেনটিয়াম, সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকত ?”-</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <p>a. ● বাইজেনটিয়াম ছিল প্রাচীন গ্রিসের এক ক্ষুদ্র নগরী, যাকে কেন্দ্র করে পরে এক সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে ওঠে</p> <p>●৬৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে এই নগরীর পতন হয়। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের আমলে বাইজেনটিয়াম হয়ে ওঠে রাজার আবাস</p> <p>CBQ b.● বাইজেনটিয়ামের এই সমৃদ্ধির কথা ইতিহাস বিখ্যাত ; কিন্তু সেই সমৃদ্ধির আড়ালে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টকে অস্বীকার করে প্রথাগত ইতিহাস। ইতিহাসের পাতায় মজুর শ্রেনীর মানুষেরা খুবই অবহেলিত। তাদের অবদানের কথা কোথাও স্বীকার করা হয় নি।</p> <p>●ক্ষমতাবানদের হাতে তৈরি হয় প্রথাগত ইতিহাস, তাই সেখানে ক্ষমতাভোগীদের জয় ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে থাকে আরেক ইতিহাস-যা তৈরি করে সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতারা।</p> <p>● বাইজেনটিয়ামের সমৃদ্ধির পিছনেও ছিল সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যার উল্লেখ ইতিহাসে নেই। প্রথাগত ইতিহাসের এই সীমাবদ্ধতা বোঝাতেই উদ্ধৃত উক্তিটির অবতারণা ।</p> <p>OR</p> <p>“কত সব খবর, কত সব প্রশ্ন”-</p> <p>a.● প্রচলিত ইতিহাসে রাজারাজড়াদের গুণকীর্তন আর</p>		2+3=5

		<p>সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের স্বীকৃতিহীনতার কথাই বলা হয়েছে</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ‘কত সব খবর’ বলতে ইতিহাসে এই ব্যক্তিপ্রাধান্য আর শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করার কথা বলা হয়েছে । চীনের প্রাচীর নির্মাণ বা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সাত বছরের যুদ্ধ জয়- সবক্ষেত্রেই আড়ালে থাকা সাধারণ মানুষরা , সৈনিকরা ইতিহাসের পাতায় অবহেলিতই থেকে যায় । <p>b.● ‘কত সব প্রশ্ন’ এখানে স্বয়ং কবি করেছেন মজুরের মাধ্যমে । সাত বছর ধরে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে সকল সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধে সাহায্য করেছিল, অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের কথা ইতিহাসের পাতায় কোথাও লেখা নেই। সাধারণ সৈনিকদের ছাড়া একা সেই যুদ্ধ জেতা সম্ভব হতো না । প্রথাগত ইতিহাসের আড়ালে শ্রমজীবী মানুষের যে অবদান সত্যতাকে সচল রাখে তারই ইঙ্গিত রয়েছে এই কবিতায়।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● সাত দরজাওয়ালা শিবস তৈরির জন্য ইতিহাসে কেবল রাজাদের নামই লেখা আছে। কিন্তু যাদের কঠোর শ্রমে এর নির্মাণ সম্ভব হল, তারা চির-উপেক্ষিতই থেকে গেছে। ● বারবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েও ব্যাবিলনের যে পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, সেটাও আসলে শ্রমজীবী মানুষদেরই অবদান। অথচ ইতিহাস এদের অবদানের কোনও মূল্যই দেয় না। <p>এইভাবে যে কোনও তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের অবদানকে কোনো স্বীকৃতি না দেওয়ায় যে প্রশ্ন তার কথা বলতে হবে ।</p>		
C(Supplementary Reader/ Non-detailed Text)	13.	<p>নাটক থেকে বড় প্রশ্ন:</p> <p>“Life’s but walking shadow, a poor player That struts and frets his hour upon stage And then is heard no more”---</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <p>a. ‘ নানা রঙের দিন’ নাটকে প্রবীণ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় উইলিয়াম শেক্সপীয়রের ‘ম্যাকবেথ’</p>		2+3=5

নাটক থেকে উদ্ধৃত সংলাপটি ব্যবহার করেন ।
দ্বন্দ্ববিষ্ফুর রজনীকান্ত যখন তাঁর হারিয়ে যাওয়া
অসাধারণ অভিনয়ের দিনগুলোকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে
চেয়েছিলেন তখনই হতাশ রজনীকান্ত এই যন্ত্রণাবিদ্ধ
উচ্চারণটি করেন ।

CBQ b.● রজনীকান্ত ব্যক্তি-জীবনে ছিলেন একেবারে
নিঃসঙ্গ-একা । অভিনয় শিল্পকে গভীরভাবে ভালোবেসে
তিনি সেই একাকিত্বকে জয় করতে চেয়েছিলেন এবং
শিল্পকে ভালোবাসলে একাকিত্ব, এমন কি মৃত্যুকেও জয়
করা যায় -এটাই ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস

●সেই আত্মবিশ্বাসী রজনীকান্ত যখন নিজের অভিনয়
নিয়ে দ্বিধাশ্রিত হয়ে পড়েন এবং অভিনয় জীবনের
উজ্জ্বল দিনগুলোকে স্মরণ করে আঁকড়ে ধরে নিজেকে
উজ্জীবিত করার অসহায় চেষ্টা করেন তখন তাঁর সেই
তীর মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে যায় ম্যাকবেথের
যন্ত্রণাকাতর উদ্ধৃত উচ্চারণটি

● ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে সিটন ম্যাকবেথকে এসে লেডি
ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ দিলে ম্যাকবেথের তীর যন্ত্রণাবিদ্ধ
উচ্চারণ ছিল এটি , যার সঙ্গে অভিনেতা রজনীকান্তের
জীবনের অসহায়-যন্ত্রণা একেবারে মিলে যায় ; আর
এইভাবেই ‘নানা রঙের দিন’ নাটকের শেষাংশ হয়ে ওঠে
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ

OR

“থিয়েটারের দেওয়ালে দেওয়ালে অঙ্গারের গভীর কালো
অক্ষরে লেখা আমার জীবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর” -

a.● বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মামরাতে
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে নিজের মুখোমুখি
হয়েছেন, তাঁর মনে পড়ে ফেলে আসা জীবন , নাটকের
জন্য আত্মত্যাগের কথা

● তাঁর ভিতরের সত্তার জাগরণ ঘটে এবং
নাট্যজীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর কাটিয়ে যখন দেখতে
পান থিয়েটার জীবনের পুরো কক্ষালকে তখন

CBQ b.● রজনীকান্ত বুঝেছিলেন অভিনয় জীবনের
অর্থহীনতা

● অভিনয় জীবনের যা কিছু মূল্য তা শুধুমাত্র মঞ্চে,
সমাজজীবনে তার কোনো গুরুত্ব নেই

		● অভিনয় শিল্পকে সর্বস্ব দিয়ে ভালবেসেও তিনি নি:স্ব- রিক্ত-হতাশ-একাকী হয়ে পড়েছেন		
	14.	সহায়ক পাঠ থেকে বড় প্রশ্ন “তারা সুয়োরানির ছেলে”- উত্তর সংকেত: a.● জেলের অভিজাত শ্রেণির কয়েদীরা হল ‘সুয়োরানির ছেলে’ । খাদ্যে ভেজাল বা বিষ মিশিয়ে অথবা নোট জাল করে বা ব্যাঙ্ক লুঠ করে তারা জেলে এসেছে অথচ তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় ● তাদের অধিকাংশই ধনী পরিবারের ছেলে। ট্রামে- বাসে কারও পকেট মারে নি তারা, ছুরি দেখিয়ে কারও হাত থেকে টাকার খলি ছিনিয়ে নেয় নি ● তারা রীতিমতো স্কুল-কলেজে পড়া যুবক, অভাব কী -তা কখনো জানতে পারে নি । তারা নরম মনের যুবক, রক্ত দেখলে মূর্ছা যাবার জোগাড় CBQ b.● রাজার প্রিয় রানি হলো ‘সুয়োরানি’। জেলখানার এই অভিজাত শ্রেণির কয়েদীরা অপরাধী হয়েও জেলের কর্তব্যক্তিদের কাছে ছিল বিশেষ পছন্দের এবং অন্য কয়েদীদের কাছেও তারা ছিল বেশ সম্মানীয়। ● জেলখানায় যেখানে অভাবের তাড়নায় যারা অপরাধ করে জেলে থাকত তাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হত সেখানে অপরাধী হয়েও এই অভিজাত শ্রেণির কয়েদীরা জেলে এসে পরম সুখে বাস করত। তাই তারা ছিল যথাযথি ‘সুয়োরানির ছেলে’। OR “বিশ্বাস করো বানানো গল্প নয়”- a.● এক গারো চাষী চেংমান পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে হালুয়াঘাট বন্দরে ব্যবসা করতে এসে ফেরার পথে প্রবল বর্ষায় আটকে প’ড়ে মহাজন মনমোহনের দোকানের ঝাঁপির তলায় আগ্রয় নেয়। বৃষ্টি কন্মার কোনও লক্ষণ না দেখে মনমোহন কলকাতা থেকে কেনা একটি নতুন ছাতা চেংমানকে জোর করে দেন		3+2=5
C(Supple- mentary Reader/ Non- detailed Text)				

		<p>●এরপর আশ্বাসের সুরে বলেন যে , পয়সার ব্যাপারে সে যেন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে । তারপর হটবারে যেদিনই মনমোহনের সঙ্গে দেখা হতো ছাতার দাম নিতে অনুরোধ করলেও মনমোহন প্রতিবারই তাকে ছাতার দাম অর্থাৎ পাওনাগণা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করতেন।</p> <p>● কয়েক বছর পর হাটে মনমোহন একদিন চেংমানকে পাকড়াও ক'রে পাওনা মিটিয়ে দিতে বললে চেংমান আকাশ থেকে পড়ে । লাল খেরোর খাতা খুলে মনমোহন তাকে জানান যে, চক্রবৃদ্ধিহারে ছাতার দাম বাবদ সুদসহ তাঁর পাওনা হয়েছে হাজার খানেক টাকা যা প্রায় একটা হাতির দামের সমান। এখানে এই গল্পের কথা বলা হয়েছে।</p> <p>CBQ b. ● মহাজনদের শোষণের ইতিহাস</p> <p>● সামাজিক বঞ্চনার ইতিহাস</p>		
	15.	<p>পাতালপুরীর রাজ্যে খনির নিজস্ব হাসপাতালকে মজুররা কেন 'যমের মতো ভয় করে'?</p> <p>● হাসপাতালের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য</p> <p>● সেখানে চিকিৎসার অভাবে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য</p> <p>OR</p> <p>“তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।”- প্রজারা কীভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিয়েছিল?</p> <p>● গোরাচাঁদ মাস্টারের নেতৃত্বে চাকলায়-চাকলায় মিটিং বসল</p> <p>● কামারশালায় তৈরী হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র</p>		2
D(Creative Writing)	16.	<p>প্রতিবেদন পড়ে প্রশ্নোত্তর</p> <p>উত্তর সংকেত:</p> <p>CBQ a. শিরোনাম- প্রতিবেদনের মূল বিষয়টি কয়েকটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ করতে পারলে 1 নম্বর দেওয়া হবে। (সংকেত: ব্যাক্ষিৎয়ের নতুন পাঠ ও কৈশোর, নতুন পাঠ্যক্রমে ব্যাক্ষিৎ ইত্যাদি)</p>		1+2+3=6

		<p>b.● কবিতার মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট কীভাবে খুলতে হয়, কী কী নথি লাগে ইত্যাদি বলা হয়েছে।</p> <p>● ফর্ম জমা করার পর ব্যাংক তা নিয়ে কী কাজ করে সেটা ছড়া দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।</p> <p>c.● সপ্তম শ্রেণির স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বইয়ে ব্যাঙ্কিং বিষয়টি নতুন করে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ব্যাঙ্কিং-এর খুঁটিনাটি, চেক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ অধ্যায়।</p> <p>● সাইবার ক্রাইম নিয়েও স্কুলপড়ুয়াদের সচেতন করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ‘সাক্ষর’ করে তোলা হলো এর উদ্দেশ্য ।</p> <p>● ব্যাংকের ‘আই এফ এস সি’ কোড, আয়করে ছাড় মিলতে পারে এমন কিছু প্রকল্পের নামের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা; এককথায় ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে এইসব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ছোট থেকেই একটা ধারণা বা বোধ তৈরী করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।</p>	
	<p>CBQ 17.</p>	<p>বিজ্ঞাপন তৈরি করা- উত্তর সংকেত:</p> <p>● বিষয়ানুগ শিরোনাম এবং বক্স নির্মাণ(আবশ্যিক)</p> <p>● মূল বক্তব্য বিষয় ও উপস্থাপনা:</p> <p>বিজ্ঞাপন</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>● শিরোনাম (2)</p> <p>বক্স নির্মাণ (1)</p> <p>● ৫০টি শব্দের মধ্যে <u>বাক্য</u> / বাক্যাংশের দ্বারা প্রধান বিষয়ে আলোকপাত। (3)</p> <p>● বিষয় অনুযায়ী ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর প্রয়োজনে চিত্রের ব্যবহার (আবশ্যিক নয়)</p> </div>	<p>3+3=6</p>